অনন্ত সম্ভাবনাময় অস্তিত্ব (Existenz)

Existenz বলতে হাইডেগার Dasein-এর কতকগুলি পূর্বতঃসিদ্ধ আকারকে বোঝেন, যা বিভিন্ন প্রকার সম্ভাবনাকে অভিক্ষেপণ (project) করে। সুতরাং এই সম্ভাবনাগুলি এবং তাদের অভিক্ষেপণের প্রকৃতির অনুসন্ধানের দ্বারাই আমরা Dasein-এর অস্তিত্বের প্রকৃত স্বরূপ আবিষ্কার করতে সক্ষম হব। হাইডেগার মানুষের কোনো প্রদত্ত প্রকৃতিতে বিশ্বাস করেন না এবং তার কোনো প্রদত্ত প্রচেষ্টাও নেই। যখন তিনি বলেন, 'Dasein প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সম্ভাবনাময়', তখন তিনি এই কথার উপরেই জোর দিতে চান যে, এই সম্ভাবনাগুলি বিভিন্ন প্রকার যেহেতু প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতিই স্বতন্ত্র।

হাইডেগারের মতে Dasein-এর সারসত্তা নিহিত আছে তার অনন্ত সম্ভাবনাময় অস্তিত্বের (Existenz) মধ্যে এবং ঠিক এই জায়গাটিতেই তিনি সার্ত্রের 'Existence precedes essence'—শ্লোগানটির বিরোধিতা করেন। হাইডেগার মনে করেন যে, সার্ত্র 'অস্তিত্ব' শব্দটিকে প্রথাগত অর্থে ব্যবহার করেছেন এবং এই অর্থে এটি যে কোনো বস্তুর প্রতি প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু হাইডেগারের মতে Existenz কথাটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। মানুষের অসীম সম্ভাবনাময় অস্তিত্বই তার সারসত্তা—এটি একটি বিশ্লেষক সত্য। কিন্তু সার্ত্রের উক্তিটি তা নয়। তাছাড়া সার্ত্র যখন বলেন, 'অস্তিত্ব সারসত্তার পূর্ববর্তী' (Existence precedes essence) তখন তিনি 'পূর্ববর্তী' শব্দটির দ্বারা 'কালিক দিক থেকে পূর্ববর্তী'—এটাই বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু হাইডেগার অস্তিত্ব এবং সারসত্তার সম্পর্কটি রচনা করেছেন অস্তিত্বমূলক অর্থে। জ্ঞানতত্ত্বের দিক থেকে বীয়িং-এর (essence) জ্ঞানলাভের পূর্বেই আমরা মানবিক অস্তিত্বের জ্ঞান লাভ করি। মানুষের মধ্যে নানাবিধ সম্ভাবনা থাকলেও তাদের দুটি মৌলিক শ্রেণীর অন্তর্গত করা যেতে পারে—যথার্থ বা সার্থক অস্তিত্বের সম্ভাবনা এবং অযথার্থ বা অসার্থক অস্তিত্বের সম্ভাবনা। সম্ভাবনাগুলি অনেক কিছুকেই নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করতে পারে—দৃষ্টান্তস্বরূপ, মানুষ তার নিজের জন্য একজন চিত্রশিল্পীর জীবন পছন্দ করতে পারে অথবা সঙ্গীতশিল্পীর জীবন, সে রাজনৈতিক নেতা বা বিপ্লবীর জীবনও বেছে নিতে পারে। সে ধর্মীয় ভাবনার বাহক হতে পারে অথবা

Scanned with CamScanner

একজন সৎ নাগরিক হিসাবে পরিগণিত হতে পারে। এমনকি ডন জুয়ান বা ডস্টোয়েভস্কির মতো জীবনযাপন করতেও তার কোনো বাধা নেই। আপেক্ষিকভাবে মানুষের সামনে জীবনযাপনের জন্য কতকগুলি বিশেষ পন্থা মনোনয়নের বিকল্প সম্ভাবনা খোলা আছে। কিন্তু সবকটি জীবনযাপনের প্রণালীই সে নাকচ করে দিতে পারে। যথার্থ বা অযথার্থ অস্তিত্বের মধ্যে যে কোনো একটি জীবন বেছে নিতে বললে, কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান করা অত সহজ নয়। বরং বলা যেতে পারে যে, তাকে এই দুটি বিকল্পের একটিকে গ্রহণ করতেই হবে। এই সম্ভাবনাগুলিই Dasein-এর Existenz-এর সারধর্ম—এরা অস্তিত্বের বাস্তব প্রকৃতি। সাধারণভাবে প্রদত্ত সম্ভাবনাগুলির মধ্যে Dasein যে বিশেষ পদ্ধতিটি তার নিজের জন্য নির্বাচন করবে, তদনুসারেই অস্তিত্বের সার্থকতা বা যাথার্থ্য এবং অসার্থকতা বা অযাথার্থ্য নির্ধারিত হয়। এই নির্বাচনগুলি যথাযথভাবে করার সাধু প্রয়াসকেই যথার্থ অস্তিত্ব বলা হয়েছে এবং এই নির্বাচনের আবশ্যিকতাকে অস্বীকার করার নামই অযথার্থ অস্তিত্ব। Existenz যেহেতু সম্ভাবনাময়, সুতরাং তা কখনই সম্ভাব্য জীবন-যাপন পন্থাগুলির মধ্যে একটি বেছে নেবার আবশ্যিকতাকে অস্বীকার করবে না। হাইডেগার Existenz-কে 'Sein Können' নামেও লক্ষণমণ্ডিত করেছেন, যার অর্থ হল নিজের আত্মায় অস্তিত্বশীল হওয়া বা না হওয়ার সম্ভাবনা। এক্ষেত্রে আমাদের আবশ্যিকভাবে নিজের জীবনের পন্থা নির্বাচন করতে হবে, যাতে নিজেদের সম্পর্কে আমাদের একটি ধারণা গঠিত হয় এবং একজাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত হয় যা আমাদের জীবনের লক্ষ্য এবং মূল্যবোধকে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। যখন মানুষের সম্ভাবনার কথা বলা হয় তখন মনে রাখতে হবে, মানুষের সঙ্গে অন্যান্য বীয়িং-এর মধ্যে চরম পার্থক্য বিদ্যমান।

হাইডেগার অবশ্য কর্মের স্বাধীনতা (freedom of action) প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অতটা আগ্রহী ছিলেন না, যতটা ছিলেন কর্মপন্থা নির্বাচনের স্বাধীনতার ব্যাপারে। এ ব্যাপারে তিনি কান্টের নৈতিক মতবাদকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সিদ্ধান্ত নেবার সময় একটি সাধারণ বৌদ্ধিক মানদণ্ড সবাই মেনে চলে। তবে এই বৌদ্ধিক মানদণ্ড বাইরে থেকে আরোপিত হয় না। প্রত্যেক মানুষের অন্তঃস্থিত ব্যবহারিক ধীশক্তিই এর পরিচালক। কিন্তু হাইডেগার কোনো বৌদ্ধিক নির্দেশ মানেন না। তাঁর মতে মানবিক নির্বাচনের কোনো পূর্বতঃসিদ্ধ ভিত্তি নেই। তবে কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে নির্বাচনের কথা এখানে বলা হয়নি, আমাদের জীবনের সবচেয়ে সাধারণ নির্বাচনগুলি বা পরম মূল্যের নির্বাচনের মানদণ্ডের কথাই বলতে চেয়েছেন তিনি। প্রত্যেক মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী গড়ে উঠবে তার ব্যক্তিগত নির্বাচন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের

Scanned with CamScanner

ভিত্তিতে, কোনো বুদ্ধিসঞ্জাত যুক্তির ভিত্তিতে নয়। *Being and Time* গ্রন্থে হাইডেগার বলেন ঃ

> 'Dasein always understands in terms of its Existenz—in terms of a possibility of itself to be itself or not itself. Dasein has either chosen these possibilities itself or got itself into them or grown up in them already. Only the particular Dasein decides its Existenz, whether it does so.'

নির্ধারণ করার স্বাধীনতা অবশ্যই আমার আছে। তথ্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েই আমার Existenz সর্বদা একটি সম্ভাবনার ক্ষেত্র হিসাবে কাজ করে। হাইডেগারের মতে, আমাদের প্রাত্যহিক রুটিনমাফিক জীবনযাপন কিছু বিশেষ আবেগের বা মেজাজের (moods) জন্ম দেয় যা আমাদের দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টিকে জাগ্রত করে। জার্মান ভাষায় একে Weltanschauung বলা হয়। তবে এই mood জগত সম্পর্কে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষ বিশেষ জাগতিক বস্তু সম্পর্কে এগুলি কার্যকর নয়। বিশেষ বিশেষ মেজাজের অভিজ্ঞতায় সামগ্রিকভাবে সকল মূর্ত বস্তুরই তথ্যগত রূপ উন্মোচিত হয় এবং গতানুগতিক দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যে অন্তর্নিহিত সত্যটি আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়। Mood নানারকম হতে পারে—চূড়ান্ত একঘেয়েমি থেকে আরম্ভ করে জাগতিক বস্তুগুলির সম্মুখীন হতে যে সাময়িক আনন্দ আমরা অনুভব করি (দৃষ্টান্তস্বরূপ, যখন আমরা কাউকে ভালবাসি)—সবই মেজাজের (mood) অন্তর্ভুক্ত। এই mood-গুলির গভীর দার্শনিক তাৎপর্য আছে। একজন মানুষের প্রতি আমার ভালবাসার অনুভূতি ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যতটা গুরুত্বপূর্ণ ভালবাসার মেজাজটি (mood), যার দ্বারা আমি জগতকে নতুন দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করি। বিশেষ কোনো জাগতিক বস্তুর প্রতি এই মেজাজটি প্রযুক্ত হয় না, সামগ্রিকভাবে সকল জাগতিক বস্তুই নবসাজে সজ্জিত হয়ে ভালবাসার মেজাজে আমাদের কাছে নতুন অর্থ বহন করে নিয়ে আসে এবং তখনই আমার জগত-সম্পৃক্তি (my being-in-the-world) আমার কাছে তথ্যতা (facticity) রূপে প্রকাশিত হয়। হাইডেগারের মতে, এই সব মেজাজগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মেজাজ হল শঙ্কা (dread) এবং উদ্বেগ (Angst)। একঘেয়েমির মেজাজের মতো এগুলিও বিশেষ কোনো বস্তুকে বিষয় না করে সামগ্রিকভাবে সমগ্র মূর্ত জাগতিক বস্তুকে বিষয় করে। শঙ্কা (Dread) কিন্তু কোনো বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তির ব্যাপারে ভীতি নয়। এটি কিছু না থাকা (nothing) বা শূন্যতা সম্পর্কীয় একটি সামগ্রিক ভীতির মনোভাব। উদ্বেগও কোনো বিশেষ বস্তু সম্পর্কীয় নয়। জগত ও নিজের অস্তিত্ব বিষয়ে নানা সংঘাতের ফলে জাগ্রত হয় উদ্বেগ। ভীতি ও

Scanned with CamScanner

উদ্বেগের মেজাজই আমাদের প্রকৃত অস্তিত্বকে (Existenz) উপলব্ধি করতে উদ্বুদ্ধ করে।

হাইডেগারের মতে জগতের যে কোনো প্রকার পরিকাঠামো গ্রহণ করাই সম্ভব। দিগন্ত বিস্তৃত বিশাল এই জগত। এই জগতে মানুষ শুধু অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানলাভই করে না, নানা কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয় তাকে। ফলে তার মধ্যে বিভিন্ন প্রকার আবেগ বা মেজাজ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং অনুভূতির সম্ভাবনা থাকে। সম্ভাবনা হল জগতে অবস্থিত সত্তার সম্ভাব্য পরিকাঠামো, যেগুলি সম্পর্কে Dasein চিন্তা করতে পারে। যেহেতু Dasein জগতে অবস্থিত সত্তা, সেহেতু জগতে অবস্থিত সত্তার যে কোনো পরিকাঠামোই স্বয়ং Dasein-এর পরিকাঠামো বলে গণ্য হবে। হাইডেগারের মতে জগত সম্পর্কে বোধ একই সময়ে প্রত্যেকের নিজের সম্পর্কে বোধকেও জাগিয়ে তোলে। প্রকৃতপক্ষে এ দুটি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং এই ধারণাগুলিই Dasein-এর বিবিধ সম্ভাবনার সূচক। সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রকল্প প্রণয়ন করা মানেই ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্পর্কে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করা নয়। এভাবে চিন্তা করলে Dasein-এর 'ব্যবহারিক আগ্রহের' প্রকৃতিকে অবহেলা করা হবে। সম্ভাবনাসমূহের একটি পরিকল্পনা গঠন করার অর্থ হল, জগতের পরিকাঠামোর একটি নকশা বা ছক তৈরি করা। সম্ভাবনা হিসাবে Existenz-এর অর্থ হল, মানবসত্তা আবশ্যিকভাবে ভবিষ্যত সম্ভাবনা সম্পর্কে পরিকল্পনা গঠন করে। সে না জেনে বা না বুঝে জাগতিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে তা নয়—Dasein-এর বৈশিষ্ট্যই হল, সে জগতকে পরিবর্তন করার পরিকল্পনা করে এবং সেই পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করার চেষ্টাও করে। কান্টের মতো হাইডেগারও তাঁর দর্শনে বোধশক্তিকে (understanding) একটি বিশেষ স্থান দিয়েছেন। তিনি কান্ট এবং হুসার্লের জ্ঞান সম্পর্কীয় প্রত্যয়গুলি গ্রহণ করে তাতে 'ব্যবহারিক আগ্রহের' (practical concern) ধারণাটি যুক্ত করেছেন। বোধশক্তির সাহায্যেই Dasein তার সম্ভাবনাগুলিকে প্রণয়ন করে। ভবিষ্যতের যে ছক আমরা তৈরি করি তা মানুষের মৌলিক সম্ভাবনারই একটি সম্ভাব্য রূপ, যার সাহায্যে সে অবিরত জগতের গঠন এবং পুনর্গঠনের কাজ করে যেতে পারে। যখন মানুষ অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে কিছু পাওয়ার জন্য বা স্বয়ং বিশেষ একটি পদ্ধতিতে কাজ করার জন্য কতকগুলি উপকরণকে (tools) কাজে লাগায়, তখনই জগত সম্পর্কে তার 'বোধ' জেগে ওঠে। এই বোধ জাগতিক বস্তু সম্পর্কীয় কোনো প্রত্যয় জন্মাবার পূর্ববর্তী স্তরেই জাগ্রত হয়। ফলে এটিকে কোনো প্রত্যয় (concept) বা গ্রন্থনের (articulation) পর্যায়ে ফেলা যায় না। হাইডেগার স্বীকৃত বোধশক্তিকে ব্যবহারিক বোধশক্তি বলা যেতে পারে।

Scanned with CamScanner